সেক্যুলার ও ইসলামপন্থিদের বয়ানে

ইসলাম ও রাজনীতি

ড. ইউসুফ আল কারজাভি (রহ.)

ভাষান্তর : সাইয়েদ মাহমুদুল হাসান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

ভূমিকা

ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফতোয়া অ্যান্ড রিসার্চের সম্মানিত চেয়ারম্যানের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মূলত আমার এই লেখা। ২০০৬-এর জুলাই মাসে অনুষ্ঠিতব্য কাউন্সিলের ১৬তম বার্ষিক সেমিনারে উদ্বোধনী প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য আমাকে 'আদ-দ্বীন ওয়াস-সিয়াসাহ' শিরোনামটি ধার্য করে দেওয়া হয়েছিল। তবে সেমিনারের মূল বিষয়বস্তু ছিল 'আল ফিকহুস সিয়াসি লিল-আকাল্লিয়াতিল মুসলিমাতি ফি উরুব্বা' অর্থাৎ, ইউরোপে অবস্থানরত মুসলিম সংখ্যালঘুদের রাজনীতিবিষয়ক ফিকহ। আমি তখনও ভাবিনি—আমার লেখা এতটা দীর্ঘ পরিসরে এসে রূপ নেবে। তবে সেটাই হয়েছে। আর যা হয়েছে, তাতেই মহান আল্লাহ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

লেখার কাজ সমাপ্ত করার পর সেমিনারের কর্তৃপক্ষ ভাইদের উদ্দেশে তা প্রেরণ করেছি, যেন আমার ভুলগুলো তারা সংশোধন করে দেয়। কোনো প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে তারা যেন পরামর্শ দেয়। কেননা, জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো বড়োত্ব নেই। আর সকল জ্ঞানীর ওপর অধিক জ্ঞানবান লোকেরা বিদ্যমান থাকেন।

সেমিনার সমাপ্ত হওয়ার পর কোনো এক অবসরে এই গবেষণাপত্র নিয়ে পুনরায় ঘষামাজা শুরু করলাম। এ সময়ের ব্যবধানে যত তথ্য-উপাত্ত কিংবা চিন্তা আমার মাথায় উদিত হয়েছে, এতে তা সংযুক্ত করেছি। এর অধ্যায় কিংবা পরিচ্ছেদগুলোকে নতুনভাবে সাজানোর চেষ্টা করেছি। এভাবে একপর্যায়ে এসে তা বই আকারে রূপ লাভ করেছে, যা একটি ভূমিকা ও পাঁচটি অধ্যায়ের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি অধ্যায়ের অধীনে আবার বেশ কয়েকটি পরিচ্ছেদকে সংযুক্ত করা হয়েছে, কেবল পঞ্চম অধ্যায়টি ছাড়া। সেই অধ্যায়ে কেবল মুসলিম সংখ্যালঘুদের রাজনীতিচর্চা প্রসঙ্গে এক পরিচ্ছেদেই আলোচনার ইতি টানা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়টি দুটি পরিচ্ছেদের সমন্বয়ে গঠিত। ধর্ম ও রাজনীতির পরিচিতি প্রসঙ্গে এ অধ্যায় দুটিকে সাজানো হয়েছে। রাজনীতির সংজ্ঞা ও পরিধি নির্ধারণে বিভিন্ন মাজহাবের বড়ো বড়ো ফকিহদের মতামতকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি এর সাথে সমন্বয় করা হয়েছে কালামশাস্ত্রবিদ, দার্শনিক ও পাশ্চাত্য গবেষকদের মতামতকেও।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সংযোগের বিষয়ে সেক্যুলার ও ইসলামপন্থিদের বয়ানকে তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামপন্থিরা উভয়ের অবিচ্ছেদ্যতার ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। মূলত তাদের এ বিশ্বাসকে সুসংহত করে শরিয়ার নানাবিধ দলিল ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা। তা ছাড়া ইসলামের শুমুলিয়াহ বা সামগ্রিকতার কনসেপ্ট তাদের এমন চিন্তা গঠনে সহযোগিতা করে। বিপরীতে সেক্যুলারিজমের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, ধর্ম ও রাজনীতিকে বিচ্ছিন্নভাবে চর্চা করা। যে চিন্তাটি বর্তমান মুসলিম সমাজব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এর নেতিবাচক ও ক্ষতিকর নানামুখী ফলাফলের কারণে বিষয়টিকে আমি বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস চালিয়েছি। এর সৃষ্ট যাবতীয় শুবহাত বা সংশয়কে আমি দলিল ও যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডনের

চেষ্টা করেছি। যেখানে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও বিধানাবলিকে ব্যাপকভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্ম ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে সেক্যুলার ও ইসলামপন্থিদের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লিখিত হয়েছে। যা ছয়টি পরিচ্ছেদের সমন্বয়ে গঠিত।

চতুর্থ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, সেক্যুলারিজম প্রসঙ্গ। এ চিন্তা-দর্শন কি কোনো সমাধান দিতে সক্ষম? নাকি নিজেই একটি সমস্যা? এ অধ্যায়ে তার জবাব খোঁজা হয়েছে। তা ছাড়া 'ইসলামিক সেক্যুলারিজম' নামে নতুন যে দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হচ্ছে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা এসেছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে মুসলিম সংখ্যালঘুদের রাজনীতিচর্চা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে।

আর আমার লেখার মানহাজ পাঠকমহলে অত্যন্ত স্পষ্ট বলে আমি মনে করি। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া যে, অপ্রয়োজনীয় কোনো মন্তব্য আমি উল্লেখ করি না। কারও চিন্তা ও মন্তব্যকে অন্ধভাবে আমি অনুসরণ করি না। সে চিন্তা আমাদের প্রাচীন আলিমসমাজের হোক, কিংবা সমকালীন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গবেষকদের মধ্য থেকে হোক। বরং আমার মানহাজ হচ্ছে, বিশুদ্ধ পন্থায় সাব্যস্ত ও সুস্পষ্ট নির্দেশনাসংবলিত নসের ওপর নির্ভরশীল হওয়া। পাশাপাশি সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এক্ষেত্রে আবেগপ্রবণতা ও পক্ষপাতদুষ্টতাকে আমি সর্বাবস্থায় বর্জন করি। তা ছাড়া কুরআন ও সুন্নাহর শাখাগত বর্ণনাসমূহের সাথে ইসলামের মৌলিক মাকাসিদকে সমন্বয় করাও জরুরি মনে করি। তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দলিল বিবেচনায় আমি অগ্রাধিকার নির্ধারণ করি।

আমার এ কিতাবেও কুরআনের সুস্পষ্ট মুহকাম আয়াত, হাদিসের বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত কিংবা সুস্থ বিবেকবোধ ছাড়া ভিন্ন কিছুর ওপর আমি নির্ভর করিনি। তবে মুহাক্কিক আলিমদের নানাবিধ মতামতকে সমর্থনে উল্লেখ করেছি, যাতে আমার অবস্থান আরও দৃঢ় হয়। এ সিদ্ধান্ত কেবল আমার একক নয়, তা যেন প্রকাশিত হয়। তাদের মতামত আমি হুজ্জত বা দলিল হিসেবে উল্লেখ করিনি। আর মানুষের মধ্যে আল্লাহর রাসূল (সা.) ছাড়া কারও কথা দলিল হতে পারে না, যাকে মহান আল্লাহ রহমত ও মাসুম হিসেবে উম্মতের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন।

আমার লেখনীতে যা কিছু সত্য ও কল্যাণকর, তা একমাত্র মহান আল্লাহর দয়ার বহিঃপ্রকাশ, যেহেতু সকল দয়া ও করুণা তাঁর পক্ষ থেকেই নাজিল হয়। আর যত ভুলভ্রান্তি কিংবা ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকাশিত হবে, তা কেবল আমার দুর্বলতা ও শয়তানের কুমন্ত্রণার ফসল। মহান মনিবের কাছে আমি তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। মহান আল্লাহ যেন আমার নিজেকে সংশোধনের মানসিকতা দান করেন। আমার ভাই ও পাঠকদের বিভিন্ন পরামর্শকে যেন আমি সাদরে গ্রহণ করতে পারি। ইজতিহাদের মাধ্যমে সঠিক অবস্থানে উপনীত হওয়ার সওয়াব থেকে যদি আমি মাহরুম হই, কোনো অবস্থাতেই যেন ভুল ইজতিহাদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত না হই।

আর এ কাজে একমাত্র আল্লাহই তাওফিকদাতা। আর তাঁর ওপরই আমি তাওয়াক্কুল করছি। তাঁর কাছেই তাওবা করছি।

সূচিপত্র

◈ পরিভাষা ১১

প্রথম অধ্যায়

ধর্ম ও রাজনীতির পরিচিতি **১৭**

◈ সংজ্ঞা নিরূপণের আবশ্যকতা ১৭

আদ-দ্বীন : অর্থ ও পরিচিতি **১৮**

◈ দ্বীন শব্দের পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ ২০

◈ আল কুরআনে 'দ্বীন' শব্দের ব্যবহার ২২

◈ দ্বীন শব্দটি কেবল সত্যনিষ্ঠ চিন্তা-দর্শনের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় ২৫

◈ দ্বীন ও ইসলাম ২৭

◈ 'ইসলাম' দ্বীন শব্দের চেয়ে অনেক ব্যাপক ২৯

আস-সিয়াসাত : আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ **৩০**

◈ ইসলামি কিতাবাদিতে সিয়াসাত শব্দের প্রয়োগ ৩১

◈ আল কুরআনে সিয়াসাত শব্দটি অনুপস্থিত ৩১

◈ হাদিসের বর্ণনায় সিয়াসাত শব্দের ব্যবহার ৩৭

◈ প্রাচীন কিতাবাদিতে সিয়াসাত শব্দের প্রথম ব্যবহার ৩৭

◈ ফকিহদের দৃষ্টিতে সিয়াসাত ৩৯

◈ ন্যায়সংগত সিয়াসাত ইসলামি শরিয়ার সাথে সংগতিপূর্ণ ৫১

◈ সিয়াসাহ শারইয়ার গতিশীলতা ও পরিবর্তনমুখীতা ৫৫

◈ সিয়াসাত প্রসঙ্গে ফকিহদের সামগ্রিক বিশ্লেষণ ৫৬

◈ মুসলিম দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সিয়াসাত ৫৯

◈ আখলাকবিষয়ক দার্শনিকদের দৃষ্টিতে সিয়াসাত ৬০

◈ সমাজ দার্শনিক ইবনে খালদুন (রহ.)-এর দৃষ্টিতে সিয়াসাত ৬৩

◈ পাশ্চাত্য গবেষকদের দৃষ্টিতে সিয়াসাত ৬৫

◈ তাদের প্রদত্ত সংজ্ঞার কিছু দৃষ্টান্ত ৬৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

সেক্যুলার ও ইসলামপন্থিদের বয়ানে ধর্ম ও রাজনীতির সংযোগ **৬৯**

◈ সেক্যুলার বয়ানে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক ৭০

ইসলামের ব্যাপকতার দৃষ্টিভঙ্গিকে অস্বীকার **৭২**

◈ ইসলামের ব্যাপকতার শিক্ষা ৭৩

◈ ইসলামে আংশিক অনুসরণকে প্রত্যাখ্যান ৭৬
◈ মানুষ ও জীবনপদ্ধতির পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্যতা ৭৮
◈ লক্ষ্যমাত্রার পূর্ণতা সাধনে রাষ্ট্রের অপরিহার্যতা ৮৩

ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথকীকরণ ৮৭

◈ রাজনীতির মাঝে কোনো ধর্ম নেই—মন্তব্যটির পর্যালোচনা ৮৭
◈ ধর্মের মাঝে কোনো রাজনীতি নেই—মন্তব্যের পর্যালোচনা ৯৪

রাজনৈতিক ইসলাম নামে অভিযুক্তকরণ ১০৮

◈ এ নামকরণ সর্ববিবেচনায় প্রত্যাখ্যাত ১০৯
◈ ইসলাম ও রাজনীতির পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্যতা ১১০
◈ অধিকার বনাম দায়িত্ব ১১৯
◈ সালাত ও রাজনীতি ১২৩
◈ স্বার্থ হাসিলে সেক্যুলার রাজনীতিবিদদের ধর্মচর্চা ১২৪

নস কিংবা মাসলাহার মাঝে রাজনীতিকে সীমাবদ্ধকরণ ১২৬

◈ ইসলামি শরিয়াহ সকল সমস্যার সমাধানে আলোকবর্তিতাসদৃশ ১২৭
◈ নুসুস ও মাকাসিদের মাঝে ভারসাম্য স্থাপন ১৩০
◈ উমর (রা.) প্রসঙ্গে মিথ্যা দাবি ১৩১
◈ নওমুসলিমদের জাকাতের অংশ বাতিল প্রসঙ্গ ১৩৭
◈ শাইখ মাদানি (রহ.)-এর পর্যালোচনা ১৩৯
◈ শাইখ গাজালি (রহ.)-এর বিশ্লেষণ ১৪১
◈ ইমাম তুফি (রহ.)-এর নামে মিথ্যা আরোপ ১৪২
◈ অকাট্য নস ও নিশ্চিত মাসলাহার মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই ১৪৩
◈ পাশ্চাত্য মাসলাহার তুলনায় ইসলামি মাসলাহা অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত ১৪৪

স্থিরতা ও গতিশীলতার আবর্তে রাজনীতি ১৪৮

◈ ইজতিহাদ ও তাজদিদের আবশ্যকতা ১৪৮
◈ ধর্মীয় বিষয়ে আনুগত্য ও জাগতিক বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা ১৫০
◈ ধর্মের অপরিবর্তনশীলতা ও জীবনের গতিশীলতার ভ্রান্ত দাবি ১৫৫
◈ অগ্রগতির পথে ইসলাম অন্তরায় নয় ১৫৮

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্ম ও রাষ্ট্রের সংযোগ ১৬১

রাষ্ট্রপরিচালনা ইসলামের মৌলিক অধিকার ১৬৩

◈ আজহারের চিন্তাগত বিকৃতি সাধনে সেক্যুলারদের প্রথম প্রচেষ্টা ১৬৫
◈ আলি আবদুর রাজ্জাকের দাবির অযৌক্তিকতা ১৬৬
◈ রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামের মৌলিক অংশ হওয়ার দলিল ১৬৭
◈ আজহারে সেক্যুলারিজমের দ্বিতীয় আক্রমণ ১৮০

রাজনৈতিক দল গঠন ইসলামপন্থিদের মৌলিক অধিকার ১৮৫

◈ জরুরি আলাপ ১৯০

ইসলামি রাষ্ট্র হবে শরিয়াহনির্ভর ও কল্যাণমুখী ১৯২

◈ ইসলামি রাষ্ট্র ও ধর্মীয় নেতৃত্ব ১৯৮
◈ মুহাম্মাদ আল গাজালির চমৎকার বিশ্লেষণ ১৯৯
◈ হাকিমিয়াতের ওপর ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা মানেই ধর্মীয় রাষ্ট্র নয় ২০১

গণতন্ত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামো ২০৯

◈ কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র ২০৯
◈ ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের সংযোগ ২১৩
- ইসলামের নামে গণতন্ত্রচর্চাকে প্রত্যাখ্যান ২১৩
- গণতন্ত্রের পক্ষে শর্তহীন সমর্থন ২১৪
- মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান ২১৪

◈ শুরা ও গণতন্ত্র ২১৭
- জবরদস্তিমূলক শাসনকে প্রত্যাখ্যান ২১৮
- অধিকাংশের মতামত অনুসরণ ২২১
- অপছন্দনীয় ইমামের পেছনে সালাত কবুল না হওয়া প্রসঙ্গ ২২২

ইসলামি রাষ্ট্র ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ২২৪

◈ আহলুজ জিম্মাহ প্রসঙ্গ ২২৪
◈ জিজিয়া প্রসঙ্গ ২২৫
◈ ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ ২২৬
◈ কর্মক্ষেত্র থেকে বঞ্চিতকরণ ২২৮

ইসলামি রাষ্ট্র ও মানবাধিকার ২৩১

◈ মানবাধিকারের ইসলামি দৃষ্টিকোণ ২৩২
- ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রসঙ্গ ২৩৯
- নারীর অধিকার প্রসঙ্গ ২৪২
- নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতা প্রসঙ্গ ২৪৮

চতুর্থ অধ্যায়

সমস্যা ও সমাধান **২৫১**

সেক্যুলারিজম কি সমাধান, নাকি সমস্যা **২৫২**

- সেক্যুলারিজমের আবশ্যকতাকে ড. আবু মাজদের প্রত্যাখ্যান ২৫৭
- বিবেকবাদ ও গণতন্ত্র ইসলামের মৌলিকত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ ২৫৯
- কাঙ্ক্ষিত বিবেকবাদিতা ২৬০
- জ্ঞানচর্চার জগতে নেতৃত্বদান ২৬৩
- জ্ঞাননির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ২৬৪
- ইবনে রুশদ ও সেক্যুলারিজম ২৭২

ইসলামিক সেক্যুলারিজমের দাবি **২৭৬**

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলিম সংখ্যালঘু ও রাজনীতি **২৮৩**

- পাশ্চাত্য সমাজে ইসলামের অস্তিত্ব ২৮৩
- সহজতার মানহাজ গ্রহণ, কঠোরতা নয় ২৮৬
- শেষ কথা ২৯৪

প্রথম অধ্যায়

ধর্ম ও রাজনীতির পরিচিতি

সংজ্ঞা নিরূপণের আবশ্যকতা

ধর্মের সাথে রাজনীতি কিংবা রাজনীতির সাথে ধর্মের সম্পর্ক বিশ্লেষণের পূর্বে আমাদের প্রথম করণীয় হচ্ছে, উভয় পরিভাষার সংজ্ঞা ও ব্যাপ্তি নির্ধারণ করা। যেহেতু কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জ্ঞান থাকা জরুরি; যেমনটা মানতিক বা যুক্তিশাস্ত্রবিদগণ উল্লেখ করেছেন।

অতএব, দ্বীন শব্দ দ্বারা কী অর্থ হতে পারে, যা আমরা ব্যক্তিগত, সামাজিক কিংবা সামষ্টিক পরিসরে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকি?

আর সিয়াসাত বা রাজনীতি শব্দ দ্বারা কী উদ্দেশ্য হতে পারে, যা আমাদের সামগ্রিক জীবনপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে? ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় আমাদের ওপর নানা দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে দিয়ে থাকে?

১ম পরিচ্ছেদ

আদ-দ্বীন : অর্থ ও পরিচিতি

আমরা যখন আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'আদ-দ্বীন' শব্দের অর্থ খুঁজতে যাই, নানাবিধ অর্থের সমাহার পাওয়া যায়। কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা একটি স্পষ্ট অনুধাবনে উপনীত হতে পারি না। আমাদের উসতাজ শাইখ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ দাররাজ (রহ.) তাঁর লেখনীতে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন— আরবি অভিধানসমূহ 'দ্বীন' শব্দের সঠিক ও যথাযথ অর্থকে প্রকাশ করে না। তবে তিনি মনে করেন—অসংখ্য অর্থের দিকে নির্দেশ করলেও মৌলিকভাবে দ্বীন শব্দটি এমন তিনটি অর্থকে বোঝায়, যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই অর্থগুলোর মাঝে খুবই সামান্যই পার্থক্য আছে। অন্যভাবে বলা যায়, দ্বীন শব্দকে একটিমাত্র শব্দের মাধ্যমে নয়; বরং ভিন্ন তিন শব্দ বা ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশের প্রয়োজন হয়, যার অর্থসমূহ একে অপরের অনুগামী।

যেমন : আরবি দ্বীন (الدين) শব্দটি কখনো কখনো মৌলিক ক্রিয়াপদ (دان يدين) থেকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কখনো-বা মূল অবস্থানের সাথে ل যুক্ত ক্রিয়াপদ (دان له) থেকে তা গঠিত হয়। আবার কখনো মূল অবস্থানের সাথে ب যুক্ত ক্রিয়াপদ (دان به) থেকে তা গঠিত হতে পারে। এভাবে শব্দের গঠনগত ভিন্নতার কারণে তা ভিন্ন ভিন্ন অর্থের দিকে নির্দেশ করে।

আমরা যখন বলব دانه دينا, তখন এর অর্থ দাঁড়ায়—তিনি তার মালিক হয়েছেন, তার ওপর হুকুম জারি করেছেন, তাকে পরিচালনা করেছেন, তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ইত্যাদি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বীন শব্দের অর্থ হচ্ছে—মালিকানা, ক্ষমতা ও পরিচালনা। এই বিষয়গুলো সাধারণত শাসক কিংবা রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। কারণ, তারাই কেবল রাজনীতি ও কূটনীতির পরিচালনা, আইন প্রয়োগ, ফরমান জারি, জবাবদিহিতা গ্রহণের ক্ষমতা রাখেন। এ অর্থের বিবেচনায় কুরআনে বলা হয়েছে—

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ-

'(তিনি) বিচার দিবসের মালিক।'

আয়াতে দ্বীন শব্দের অর্থ বিচার, জবাবদিহিতা কিংবা প্রতিদান। যেদিন মহান আল্লাহ এ বিচারের আয়োজন করবেন, তাকে 'ইয়াউমুদ-দ্বীন' আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদিসে বলা হয়েছে—

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ-

‘চালাক তো সেই ব্যক্তি, যে নিজের প্রতিটি বিষয়ে পর্যালোচনা করে।’[১]

এখানে دان نفسه শব্দের অর্থ হচ্ছে, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। এ ছাড়া আরবিতে دَيَّان শব্দ দ্বারা বিচারক কিংবা শাসককে উদ্দেশ্য করা হয়। আর যদি আমরা বলি—دان له, এর অর্থ দাঁড়ায়, তিনি তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। অতএব, দ্বীন শব্দ এখানে আনুগত্য, বন্দেগি, ইবাদত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হবে।

আমরা যখন বলব—الدين لله, তখন তা দুটো অর্থকেই প্রকাশ করতে পারে। অর্থাৎ হুকুম বা বিধান নির্ধারিত হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আমাদের পক্ষ থেকে আনুগত্য প্রদর্শন হবে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থটি হবে প্রথমটির অনুগামী। তখন এভাবে বলা হবে—(دانه فدان له), অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) আনুগত্যের নির্দেশনা দিয়েছেন, অতঃপর সে (বান্দা) তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেছে।

আর যদি বলি—دان بالشيء, এর অর্থ হবে—তিনি একে দ্বীন ও মাজহাব হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, এ বিশ্বাসকে তিনি নিজের মধ্যে ধারণ কিংবা এর আলোকে জীবন পরিচালনা করেছেন। তবে এক্ষেত্রে দ্বীন দ্বারা উদ্দেশ্য হবে—একটি মাজহাব বা পদ্ধতি, যার দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্দেশনা অনুযায়ী মানুষ তার জীবনকে সাজিয়ে নেয়।

অতএব, তৃতীয় এ অর্থটিও প্রথম দুই অর্থের অনুগামী বলা চলে। কেননা, যে বিশ্বাস ও মাজহাবের অনুসরণ করা হয়, ওপর তার অনুসারীদের একধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিও একধরনের ক্ষমতা, যা তার অনুসরণে তাদের (মানুষদের) বাধ্য করে।

এখানে মোদ্দাকথা হচ্ছে, আরব সমাজে ‘দ্বীন’ শব্দ দ্বারা দুটি পক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ককে বোঝায়। এর একপক্ষ অপর পক্ষের সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শন করবে। এখানে একপক্ষের বৈশিষ্ট্য হবে বিনয় ও আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। আর দ্বিতীয় পক্ষের বৈশিষ্ট্য হবে আদেশ প্রদান কিংবা হুকুম জারি করা। আর এ দুই সম্পর্কের মাঝে তৃতীয় যে পক্ষ সমন্বয় সাধন করেন, তা হচ্ছে, আনুগত্যের নির্দেশিকা কিংবা নির্দেশনাসংবলিত একটি সংবিধান।

বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায়, দ্বীন শব্দটি মৌলিকভাবে আনুগত্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। উপরোল্লিখিত প্রথম ব্যবহারে আমরা এর অর্থ খুঁজে পাই, আনুগত্যের নির্দেশনা। দ্বিতীয় ব্যবহারে অর্থ হচ্ছে আনুগত্য প্রদর্শন। আর সর্বশেষ ক্ষেত্রে অর্থ আসে এমন নীতিমালা, যা আনুগত্যের বিষয়কে আমাদের জন্য আবশ্যক করে।

এর দ্বারা আরেকটি বিষয় স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, দ্বীন শব্দটি আরবি ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক একটি পরিভাষা। সকল ধাতুমূলের বিবেচনায় এর আরবিত্ব প্রতীয়মান হয়; যদিও কিছু প্রাচ্যবিদগণ দাবি করেন, এটি আরবি ভাষায় অনুপ্রবেশকারী একটি শব্দ।[২] ইবরানি কিংবা ফারসি থেকে ধার করে এনে আরবিতে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও অজ্ঞতাপূর্ণ একটি দাবি। বিদ্বেষপূর্ণ

[১] হাদিসটি ইমাম আহমাদ (রহ.) শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা.)-এর সনদে উল্লেখ করেন, হাদিস : ১৭১২৩। তা ছাড়া সুনানুত তিরমিজিতে তা উল্লিখিত হয়েছে, অধ্যায় : সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়ার রাকায়িক ওয়াল ওয়ারা : ২৪৫৯। তিনি একে হাসান হাদিস হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

[২] বিস্তারিত পড়ুন, *দায়িরাতু মাআরিফিল ইসলাম*, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩৬৮-৩৬৯

মনোভাবের কারণেই তারা আরবদের সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখতে চায়; এমনকি কথা ও ভাষার ক্ষেত্রেও, যা আরবদের গৌরবের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হিসেবে কাজ করে।

এবার আমরা ফিরে আসি মূল আলোচনায়। আদ-দ্বীন শব্দের বিশ্লেষণে উল্লিখিত তিনটি ব্যবহারের শেষ দুটি আমাদের আলোচনার সাথে অধিক প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে তৃতীয়টি পুরোপুরিই প্রাসঙ্গিক। অতএব, ধর্মসমূহের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, দ্বীন শব্দটি মৌলিকভাবে দুটি অর্থের দিকে নির্দেশ করে। প্রথমটি হচ্ছে, ধর্মের বিষয়ে অন্তরের আবেগ-অনুভূতি, যাকে আমরা ধর্মীয় অনুভূতি হিসেবে আখ্যা দিই। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কিছু নীতিমালার সমষ্টি, যাকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস ও কর্মের মাধ্যমে চর্চা করে। আর এ অর্থটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ অর্জন করেছে।[৩]

দ্বীন শব্দের পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ

শাব্দিক বিশ্লেষণ সাধারণত প্রচলিত অর্থের সাথে খুব বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ হয় না। দ্বীন শব্দের ব্যাবহারিক ক্ষেত্রেও সে ভিন্নতা দেখা যায়। মুসলিম গবেষকগণ একে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন : ইবনুল কামাল (রহ.) উল্লেখ করেন—দ্বীন হচ্ছে ইলাহি নির্দেশনার নাম, যা বিবেকবান লোকদের রাসূলগণের আনীত বিধানাবলি অনুসরণের প্রতি আহ্বান জানায়। কারও মতে, দ্বীন হচ্ছে বিবেকবানদের উদ্দেশ্য স্রষ্টা প্রদত্ত নির্দেশনা, যা অনুসরণের মাধ্যমে তারা আত্মোন্নয়ন ও কল্যাণের দিকে ধাবিত হয়।[৪]

আবুল বাকা আল হানাফি (রহ.) তাঁর *কুল্লিয়াত*-এ উল্লেখ করেন—বিবেকবানদের উদ্দেশ্য প্রবর্তিত আসমানি নির্দেশনাকে ধর্ম আখ্যায়িত করা হয়, যার উত্তম অনুসরণ মানুষকে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে। সে বিধান আধ্যাত্মিক ও জাগতিক তথা জীবনের সকল অঙ্গনে পরিব্যাপ্ত হতে পারে। যেমন : আকিদা বা বিশ্বাস, জ্ঞানচর্চা, সালাত কায়েম ইত্যাদি। শব্দটি কখনো সামষ্টিকভাবে উসুল বা নীতিমালা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যা মিল্লাতের অর্থ প্রদান করে। যেমন : মহান আল্লাহ বলেন—

دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا-

'তা হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, যা ইবরাহিমের আদর্শ, আর তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ।'[৫]

কখনো-বা তা শাখাগত বিধানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বলা হচ্ছে—

وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ-

'আর সালাত কায়েম করে এবং জাকাত দেয়। আর এটাই হলো সঠিক দ্বীন।'[৬-৭]

দ্বীনের পরিচিতি প্রসঙ্গে *কাশশাফ ইসতিলাহিল ফুনুন ওয়াল উলুম* গ্রন্থে উল্লিখিত সংজ্ঞাটি ইসলামপন্থিদের মাঝে বেশি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। তা হচ্ছে, বিবেকবানদের উদ্দেশ্য স্রষ্টা প্রদত্ত

---

[৩] পড়ুন, *আদ-দ্বীন*, মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ দাররাজ, পৃষ্ঠা, ২৯-৩২

[৪] পড়ুন, *তাজুল উরুস*, আজ জুবাইদি, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২০৮

[৫] সূরা আনআম : ১৬১

[৬] সূরা বাইয়্যিনাহ : ৫

[৭] পড়ুন, *আদ-দ্বীন*, আবদুল্লাহ দাররাজ, দারুল কলম, কুয়েত, পৃষ্ঠা, ৩৩

নির্দেশনার সমষ্টিকে দ্বীন বলা হয়, যা অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ বর্তমান ও ভবিষ্যতের কল্যাণ কিংবা সফলতার দিকে ধাবিত হবে।[৮]

শাইখ আবদুল্লাহ দাররাজ (রহ.) সংক্ষেপে এভাবে বলেছেন—'তা হচ্ছে আসমানি বা ইলাহি নির্দেশনা, যা মানুষকে আকিদার ক্ষেত্রে হক এবং মুয়ামালাত বা আচারবিধির ক্ষেত্রে কল্যাণের দিকে ধাবিত করে।' শাইখ দাররাজ তাঁর কিতাবে পাশ্চাত্য গবেষকদের কিছু সংজ্ঞাকেও উল্লেখ করেছেন, যা মুসলিম আলিমসমাজ কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞার সাথে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ। আমি এখানে তার কিছু উল্লেখ করতে চাই।

প্রাচীন রোমান স্কলার Marcus Tullius Cicero তার *আনিল কাওয়ানিন* গ্রন্থে বলেন—'ধর্ম হচ্ছে একটি সম্পর্কের নাম, যা আল্লাহর সাথে বান্দাকে সংযুক্ত করে।' *আদ-দ্বীন ফি হুদুদিল আকল* নামক আরেকটি গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন— 'বিভিন্ন ওয়াজিবাত বা দায়িত্বপালনের বিষয়ে আমাদের অনুভূতিকে দ্বীন বলা যায়, যা স্রষ্টার পক্ষ থেকে আমাদের ওপর আরোপ করা হয়েছে।'

জার্মান থিওলোজিয়ান Friedrich Schleiermacher তার এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন—'ধর্মচর্চার বাস্তবতা হচ্ছে, স্রষ্টার প্রতি আমাদের মুখাপেক্ষিতা ও একনিষ্ঠ আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ।' ফাদার শাতেল তার *কানুনুল ইনসানিয়াহ* গ্রন্থে বলেন—'ধর্ম হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির কিছু দায়িত্বের সমষ্টির নাম। মূলত মহান স্রষ্টা, সমাজব্যবস্থা এবং নিজের প্রতি অর্পিত সে দায়িত্বপালনের মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে।' *আল মাবাদি আল আওয়ালিয়াহ* গ্রন্থের প্রণেতা Robert B. Spencer উল্লেখ করেন—'ঈমান বা বিশ্বাসের স্থান কিংবা কাল বিবেচনায় কোনো সীমারেখা নেই। এটি হচ্ছে মূলত ধর্মচর্চার মূল চাবিকাঠি।'

আল কুরআনে 'দ্বীন' শব্দের ব্যবহার

কুরআনের মাঝে উল্লিখিত দ্বীন শব্দের পর্যালোচনায় দেখা যায়—ক্ষেত্রবিশেষে তা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রদান করে। কখনো এর দ্বারা প্রতিদান উদ্দেশ্য করা হয়, যেমনটা সূরা ফাতিহায় বলা হয়েছে—

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ-

'(তিনি) বিচার বা প্রতিদান দিবসের মালিক।'

কখনো-বা এ শব্দকে আনুগত্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন—

وَاَخْلَصُوا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ-

'এবং আল্লাহর জন্য নিজেদের দ্বীনকে খালেস করে।'[৯]

আবার কখনো ধর্মের মৌলিক ও আকিদাগত বিষয়াবলি বোঝাতে এ শব্দকে প্রয়োগ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন—

---

[৮] *আদ-দ্বীন*, আবদুল্লাহ দাররায, পৃষ্ঠা, ৩৪

[৯] সূরা নিসা : ১৪৬

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ-

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনকে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নুহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর আমি তোমার কাছে যে ওহি পাঠিয়েছি এবং ইবরাহিম, মুসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম, তা হলো—তোমরা দ্বীন কায়েম করবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদের যেদিকে আহ্বান করছ, তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়। আর আল্লাহ যাকে চান, তার দিকে নিয়ে আসেন। আর যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন।'[১০]

আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, আল্লাহ রব্বুল আলামিন উম্মতে মুহাম্মাদির ওপর সে একই দ্বীন আরোপ করেছেন, যা ইতঃপূর্বে তিনি নুহ, ইবরাহিম, মুসা, ঈসা (আ.)-এর মতো উলুল আজম রাসূলগণের ওপর আরোপ করেছিলেন। আর তা হচ্ছে, দ্বীনকে সমাজে কায়েম করা এবং পরস্পর মতানৈক্যে না জড়ানো। ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.)-এর মতে, সকল রাসূলের আনীত সে দ্বীন হচ্ছে, এক আল্লাহর বন্দেগি এবং কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত না করার আহ্বান। যেমনটা মহান আল্লাহ বলেছেন—

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ-

'আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলকেই প্রেরণ করেছি, তাঁকে আমি এ নির্দেশনা দিয়েছি—আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত করো।'[১১]

সহিহ বুখারির বর্ণনায় নবিজি ইরশাদ করেন—'আমরা নবিগণ একে অপরের ভাইয়ের মতো। আর আমাদের দ্বীনও একই সূত্রে গাঁথা।'[১২]

অর্থাৎ, এককভাবে আল্লাহর বন্দেগি করার পাশাপাশি কেউকে তাঁর সাথে শরিক না করার বিষয়ে নবিগণের দাওয়াত এক। কেবল শরিয়াহ ও মানহাজ তথা জীবন পরিচালনার পদ্ধতিগত দিক বিবেচনায় আমাদের মাঝে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমনটা আল কুরআনে বলা হয়েছে—

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا-

'তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরিয়াহ ও স্পষ্ট পথ।'[১৩]

এজন্য মহান আল্লাহ সকল নবি-রাসূলকে সম্মিলিতভাবে দ্বীন আঁকড়ে ধরার এবং মতবিরোধে না জড়ানোর নির্দেশনা দিয়েছেন। কারণ, যেহেতু দ্বীন তথা মৌলিক আকিদার বিষয়ে কোনো

---

[১০] সূরা শুরা : ১৩

[১১] সূরা আম্বিয়া : ২৫

[১২] সহিহ বুখারি, কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া : ৩৪৪২। সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ফাদায়িল : ২৩৬৫

[১৩] সূরা মায়েদা : ৪৮

ইখতিলাফ হতে পারে না।[১৪] কখনো কখনো দ্বীন শব্দ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ইসলামকে বোঝানো হয়। মহান আল্লাহ বলছেন—

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ-

'তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে? অথচ আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে, তা তাঁরই আনুগত্য করে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদের তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করানো হবে।'[১৫]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে—

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ-

'তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাকে সকল দ্বীনের ওপর তিনি একে বিজয়ী করেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।'[১৬]

তা ছাড়া বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর আকিদা-বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করতেও দ্বীন শব্দ প্রয়োগ করা হয়; তাদের বিশ্বাস ভ্রান্ত ও বাতিল সাব্যস্ত হোক না কেন। যেমনটা রাসূল (সা.) আরবের মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ-

'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন।'[১৭]

দ্বীন শব্দটি কেবল সত্যনিষ্ঠ চিন্তা-দর্শনের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়

এ বিষয়টি আমাদের পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, দ্বীন শব্দ দ্বারা কেবল الدين الحق বা হকপন্থি দলকেই উদ্দেশ্য করা হবে না। বরং মানুষ যে সকল চিন্তা ও আদর্শের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করে, তার সবই এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত—তা হক কিংবা বাতিল যা-ই হোক না কেন।

এ বিষয় নিয়ে কোনো এক কনফারেন্সে আমি এক আলিমের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিলাম। অসংখ্য ভিন্নধর্মী আলিম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মূলত সেই কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছিল বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহাবস্থান শিরোনামে। আমন্ত্রিত আলিম ও গবেষকগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের মতামত উপস্থাপন করছিলেন। উক্ত আলিম তার আলোচনায় স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করলেন—কেবল একটি চিন্তা-দর্শন ছাড়া বাকি কোনো ক্ষেত্রে দ্বীন শব্দ প্রযোজ্য হতে পারে না। আর তা হচ্ছে, ইসলাম। যার বিষয়ে কুরআন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছে—

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ-

'নিশ্চয় মহান আল্লাহর মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।'[১৮]

---

[১৪] পড়ুন, *তাফসির ইবনে কাসির*, মাতবাআ ঈসা আল হালাবি, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১০৯

[১৫] সূরা আলে ইমরান : ৮৩

[১৬] সূরা তাওবা : ৩৩

[১৭] সূরা কাফিরুন : ৬